চায়ের কথা

পরিতোষ দত্ত

লেখক পরিচিতি ঃ *পরিতোষ দত্ত একজন বিজ্ঞান মনস্ক প্রাবন্ধিক। তিনি ছোটো ও বড়োদের জন্য অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন।*

চা-গাছের কচি পাতায় তৈরি চা রোজ সকালে বিকালে পান করা হয়। চা পানে আনন্দ হয়। 'চা' শব্দটা চিনা ভাষার শব্দ। চিন দেশেই চা প্রথম পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এর প্রচলন করেন। সেখান থেকে চা জাপান দেশে যায়। ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকাতেও চা গাছ পাওয়া যেত। সেখানকার আদিম অধিবাসীরা বনের চা পাতা রোদে শুকিয়ে নিয়ে চা বানাত।

এদেশে চায়ের চাষ শুরু হয় ইংরেজরা আসাম দখলের পর। আসামের এক আদিম জাতির নাম সিংফো। এই সিংফোদের নেতা ছিলেন বোম বিসা গাম। তাঁর কাছ থেকেই ইংরেজরা চা গাছ ও তার বীজের সন্ধান পায়। তারপর ইংরেজরা নতুন পদ্ধতিতে চা চাষের ব্যবস্থা করে। শুরু হয় বন কেটে চা বাগান বসানো।

চা বাগান বসাতে বিস্তর যত্ন করতে হয়। সমতলের উঁচু জমি বা পাহাড়ের ঢালু জায়গাই চা বাগানের পক্ষে উপযুক্ত। এই জমি সাফ করে সেখানে চা গাছের চারা সার বেঁধে লাগাতে হয়। তারপর গাছ বেড়ে উঠলে তা ছোটো করে ছেঁটে দিতে হয়। তাতে পাতার

Scanned with CamScanner

ফলন ভালো হয়। এছাড়া জমিতে সার দিতে হয়। পোকা-মারা ওষুধও দিতে হয় গাছ বাঁচাবার জন্য। চা গাছ আবার প্রচুর জল চায়। কিন্তু জল-জমা তার পছন্দ নয়। সেজন্য চা চাষের জমিতে অনেক নিকাশি নালা রাখতে হয়। আবার, পাতা যাতে ভালো ভাবে গজায় সেজন্য সূর্যের আলোও দরকার। কিন্তু তা যেন খুব কড়া না হয়। সেজন্য চা বাগানে সারি সারি চা গাছের মধ্যে থাকে বড়ো বড়ো ছায়াগাছ।

চা বাগানে চা চাষের জমি ছাড়াও আছে কারখানা। স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে গুদাম। গুদামে থাকে নানারকম মেশিন বা যন্ত্রপাতি। বাগান থেকে চা পাতা তুলে গুদাম ঘরে আনা হয়। কাঁচা চা পাতায় যে জলীয় রস থাকে তা শুকোবার জন্য পাতাগুলো গুদাম ঘরে বিছিয়ে দেওয়া হয়। রস শুকিয়ে এলে পাতাগুলো মেশিনে মলাই করা হয়। মলাই করা পাতা আবার বিছিয়ে দেওয়া হয়। এবার বাতাসের অক্সিজেনের ছোঁয়া লেগে পাতার রং সোনালি হয়ে আসে। এরপর 'ড্রায়ার' বা শুকনো করার মেশিনে কাঠ, কয়লা, তেল বা গ্যাসের তাপে পাতাগুলো একেবারে শুকিয়ে ফেলা হয়। সোনালি রং এবার হয় কালো। কালো চায়ের নানা অংশ এবার 'সর্টার' বা বাছাই মেশিনের সাহায্যে আলাদা করা হয়। এই আলাদা করা এক একটা অংশ এবার এক একটা নামে 'প্যাক' করে চালান দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে চা হয় দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশে, আসামে এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলায়। দার্জিলিঙের সুগন্ধি চা সারা পৃথিবীতে খুব নাম করেছে।

চা বাগানে প্রতিদিন প্রচুর শ্রমিক কাজ করেন। শ্রমিক হিসাবে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও কাজ করেন। চা বাগানে গেলেই দেখা যাবে মা-শ্রমিক কোলের শিশুকে কাপড় দিয়ে বুকে বেঁধে নিয়েছেন। তাঁর পিঠে রয়েছে কাপড়ের পুঁটলি বা বেতের ঝুড়ি। পাতা তুলে তাতে বোঝাই করছেন। এঁরা খুব সরল, সাদাসিধে আর পরিশ্রমী। ছুটির দিনে বা পরবের সময় এঁরা মাদল বাজিয়ে নাচগান করেন।

শ্রমিকরাই চা বাগানের সম্পদ। রোদে বর্ষায় তাঁরা অকাতরে কাজ করেন। জঙ্গল সাফ করেন। পাতা তোলেন। মেশিন চালান। তাঁদের প্রতিদিনের কঠিন শ্রমেই চা আসে আমাদের ঘরে ঘরে। চা-শ্রমিকরা তাই আমাদের পরম বন্ধু। সুযোগ পেলে চা বাগানে গিয়ে এঁদের সঙ্গে আলাপ করে এসো।

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ফাঁকা জায়গায় সঠিক শব্দ বসাও ঃ

(ক) 'চা' শব্দটা — ভাষার শব্দ। (খ) ইংরেজরা যাঁর কাছ থেকে চা গাছ ও তার বীজের খোঁজ পায় তার নাম —। (গ) চা বাগানের লোকেরা চায়ের কারখানাকে বলে —। (ঘ) যে মেশিনে চায়ের পাতা শুকিয়ে ফেলা যায় তার নাম —। (ঙ) কালো চা বাছাই করা হয় যে যন্ত্রে তার নাম —। (চ) চা বাগানের মা শ্রমিকদের বুকে — থাকে কোলের —, আর পিঠে থাকে কাপড়ের — বা — ঝুড়ি।

২। নীচের লেখাগুলো সঠিক হলে (✓) চিহ্ন আর ভুল হলে (✗) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) বনের গাছ চা। (খ) চিনের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। (গ) প্রচুর চা বাগানে কাজ করেন শ্রমিক। (ঘ) চা পাতার ফলন বাড়াবার জন্য প্রচুর চাঁদের আলো দরকার। (ঙ) রোদে বর্ষায় তারা অকাতরে কাজ করে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

৩। দু'-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) 'চা' শব্দটি কোন্ শব্দ থেকে এসেছে? (খ) চিনদেশ থেকে প্রথমে চা কোন্ দেশে যায়? (গ) সিংফো কী? সিংফোদের নেতা কে ছিলেন? (ঘ) চা চাষে কীরকম জমির দরকার? (ঙ) কোথাকার চা সুগন্ধির জন্য পৃথিবী বিখ্যাত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

৪। সহজ কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) প্রথম 'চা' চাষ সম্বন্ধে কী জান? (খ) আমাদের দেশে কোথায় কোথায় চা চাষ হয়? (গ) কীরকম জমি চা চাষের পক্ষে ভালো? (ঘ) চাষের জমিতে প্রচুর নিকাশি নালা রাখতে হয় কেন? (ঙ) চাষের জমিতে অনেক ছায়াগাছ থাকে কেন? (চ) চা শ্রমিকদের স্বভাব কেমন? চা শ্রমিকরা আমাদের পরম বন্ধু কেন?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

৫। নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও ঃ

(ক) চা চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করো। (খ) চা তৈরির পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করো। (গ) চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যা জানো লেখ।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৬। অর্থ লেখ ঃ আদ্যিকালের, ভিক্ষু, প্রচলন, অধিবাসী, আদিম, নিকাশি, পানীয়, সমতল, স্থানীয়, সুগন্ধি, সাদাসিধে।

৭। পদ পরিবর্তন করো ঃ বিকাল, আনন্দ, পানীয়, ব্যবহৃত, দখল, প্রচুর, আলো, সুগন্ধি, কঠিন, পরিশ্রমী, ঘর।

৮। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ শব্দ, ব্যবহৃত, প্রচলন, শুকিয়ে, উপযুক্ত, প্রচুর, পছন্দ, কালো, পরিশ্রমী।

৯। সমার্থক শব্দ লেখ ঃ গাছ, সূর্য, সবুজ, পৃথিবী, পরব।

দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঃ

১০। 'চায়ের কথা' প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ নিজের ভাষায় লেখ।

Scanned with CamScanner

PAGE:
DATE: / /

চায়ের কথা
- পরিতোষ দত্ত

অনুশীলনী

১। ক) 'চা' শব্দটা **চিনা** ভাষার শব্দ।

খ) ইংরেজরা যাঁর কাছ থেকে চা গাছ ও তার বীজের খোঁজ পায় তার নাম **বোম বিসা গাম**

গ) চা বাগানের লোকেরা চায়ের কারখানাকে বলে **গুদাম**

ঘ) যে মেশিনে চায়ের পাতা শুকিয়ে ফেলা যায় তার নাম **ড্রায়ার**

ঙ) কালো চা বাছাই করা হয় যে যন্ত্রে তার নাম **সর্টার**

চ) চা বাগানের শ্রমিকদের বুকে **বাঁধা** থাকে কোলের **শিশু**, আর পিঠে থাকে কাপড়ের **পুঁটলি** বা **বেতের** ঝুড়ি।

২। ক) বনের গাছ চা। ✓

খ) চিনের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। ✓

গ) প্রচুর চা বাগানে কাজ করেন শ্রমিক। ✓

ঘ) চা পাতার ফলন বাড়ানোর জন্য প্রচুর চাঁদের আলো দরকার। X

ঙ) রোদে বর্ষায় তারা অকাতরে কাজ করে। ✓

Scanned with CamScanner

PAGE :
DATE : / /

৩/ ক) 'চা' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

=> চিনা ভাষার শব্দ

খ) চিনদেশ থেকে প্রথমে চা কোন দেশে যায়?

=> জাপানে

গ) সিং ফো কী? সিংফোদের নেতা কে ছিলেন?

=> আসামের এক আদিম জাতির নাম।

=> বোসা বিসা গাম।

ঘ) চা চাষে কীরকম জমির দরকার?

=> সমতলের উঁচু জমি বা পাহাড়ের ঢালু জায়গা

ঙ) কোথাকার চা সুগন্ধির জন্য বিখ্যাত?

=> দার্জিলিঙের চা।

৫/ অর্থ লিখঃ

আদ্যিকালের = অনেক আগেকার

পানীয় = পান করার মতো

ভিক্ষু = বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সমতল = সমান জায়গা

প্রচলন = চল

সুগন্ধি = সুবাসিত

অধিবাসী = বাসিন্দা

স্থানীয় = আঞ্চলিক

আদিম = অতি-প্রাচীন

আদাসিদ্ধ = আদাজাটে

নিকাশী = বেরিয়ে যাবার রাস্তা

Scanned with CamScanner

PAGE :
DATE : / /

৭) পদ পরিবর্তন কর :-

বিকাল : বৈকাল

আলো : আলোকিত

আনন্দ : আনন্দিত

সুগন্ধি : সুগন্ধি

পানীয় : পান

কঠিন : কাঠিন্য

ব্যবহৃত : ব্যবহার

পরিশ্রমী : পরিশ্রম

দখল : দখলীকৃত

সর : সরোবর

প্রচুর : প্রাচুর্য

৮) বিপরীত শব্দ :

শব্দ : নিঃশব্দ

প্রচুর : অল্প

ব্যবহৃত : অব্যবহৃত

পছন্দ : অপছন্দ

প্রচলন : নিষিদ্ধ

কালো : সাদা

ফুরিয়ে : ভিজিয়ে

পরিশ্রমী : কুঁড়ে

উপযুক্ত : অনুপযুক্ত।

৯) সমার্থক শব্দ :

গাছ : বৃক্ষ

পৃথিবী : ধরিত্রী

সূর্য : রবি।

পরব : উৎসব

সবুজ : শ্যামল